দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ছাত্র নেতৃবৃন্দ স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি দিতে পারেনি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি ও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নের দাবিতে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রসমাজ নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী

ছাত্র ঃ পৃঃ ১০ কঃ ৫

ছাত্র ঃ স্মারকলিপি দিতে পারেনি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তাদের স্মারকলিপি গতকাল স্পীকারের কাছে দিতে পারেনি।

সংসদ ভবনের প্রেস লাউঞ্জে গতকাল রাতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগের (ম-ই) সভাপতি মইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী অভিযোগ করেন যে, গতকাল বিকেল পৌনে ৫টায় পুলিশ বাংলা মোটরের মোড় থেকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রসমাজের নেতৃবৃন্দকে স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি দেয়ার জন্য সংসদ ভবনের প্রধান গেটে নিয়ে আসে। সেখানে নেতৃবৃন্দকে প্রায় এক ঘন্টা বসিয়ে রাখা হয়। এরপর নেতৃবৃন্দকে সংসদ ভবনে আনা হয়। তখন স্পীকার তাঁর অফিসে ছিলেন না। পরে নেতৃবৃন্দকে ডেপুটি স্পীকারের কাছে স্মারকলিপি দিতে বলা হয়।

তিনি বলেন, '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকার জন্য ছাত্র নেতৃবৃন্দ ডেপুটি স্পীকারের কাছে স্মারকলিপিটি প্রদান করেনি। তিনি আরো বলেন, স্পীকারের আচরণে ছাত্র নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ। তাই নেতৃবৃন্দ স্মারকলিপি না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে রুহিন হোসেন প্রিন্স, রাগীব হাসান মুন্না, আবুল কালাম আজাদ, সালাউদ্দিন তরুণ, আশেক খান, রোকনুজ্জামান, মোশরেফা মিলু, মোশতাক আলম টুলু, আবু ফাত্তাহ সবুজ, আহাদ আহমদ, এম,এ হাশেম রাজু, সালেহ আহমদ, রাজু আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানান, এর আগে পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী বিকেল ৪টায় টিএসসি থেকে একটি মিছিল সংসদের দিকে যাত্রা করে। মিছিলটি বাংলা মোটরের মোড়ে আসার পর পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। পুলিশের বাধার মুখে জোটের নেতা-কর্মীরা রাস্তার ওপর বসে পড়েন। এখানে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগের (ম-ই) সভাপতি মঈনুদ্দীন হাসান চৌধুরী, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি রুহিন হোসেন প্রিন্স, ছাত্রলীগের (বা-কা) সভাপতি রুহুল কুদ্দুস বাবু, ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি রাগীব আহসান মুন্না, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি বেলাল চৌধুরী প্রমুখ।